তারিখ ... 26 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৩ .....

সমকাল

ইসলামে বই পাঠের প্রয়োজনীয়তা

মাওলানা মুনীরুল ইসলাম

বই মানুষের অবসরের সঙ্গী, কথা বলার উত্তম বন্ধু। পৃথিবীতে বই-ই একমাত্র বন্ধু, যার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলা যায়। জ্ঞানার্জনের আবশ্যক মাধ্যম বই। বই মানুষের মনের খোরাক জোগায়। বই পড়া ব্যতীত মানুষ সত্যিকারার্থে সফলতার আলোয় আলোকিত হতে পারে না। বই পড়লে মস্তিষ্ক চিন্তা করার খোরাক পায়, সৃষ্টি করার যোগ্যতা বাড়ে এবং জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়

ফেব্রুয়ারি মাস ভাষার মাস। ভাষার মাস মানে বইয়ের মাস। বই মানুষের অবসরের সঙ্গী, কথা বলার উত্তম বন্ধু। পৃথিবীতে বই-ই একমাত্র বন্ধু, যার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলা যায়। জ্ঞানার্জনের আবশ্যক মাধ্যম বই। বই মানুষের মনের খোরাক জোগায়। বই পড়া ব্যতীত মানুষ সত্যিকারার্থে সফলতার আলোয় আলোকিত হতে পারে না। বই পড়লে মস্তিষ্ক চিন্তা করার খোরাক পায়, সৃষ্টি করার যোগ্যতা বাড়ে এবং জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। বই পড়লে মানুষ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকমনস্ক হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে যারা জগদ্বিখ্যাত সফল মানুষ হয়েছেন, তারা বই পড়েই বড় হয়েছেন। পৃথিবীর যে কোনো বরেণ্য মনীষীর জীবনী পড়লে আমরা এমনটিই জানতে পারি।

বইয়ের সঙ্গে ঐশী জ্ঞানের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন বিষয়ে মতান্তরে ৬৬৬৬ আয়াত নাজিল করেছেন। এর মধ্যে প্রথম পাঁচ আয়াতই হচ্ছে পাঠ করা কিংবা জ্ঞানার্জন সম্পর্কে। সূরা আলাকের সেই আয়াতগুলোর অর্থ হচ্ছে– 'পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। আর আপনার প্রভু অনেক সম্মানিত ও দানশীল। যিনি মানুষকে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।'

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনের অন্তত ৯২ জায়গায় জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার প্রসঙ্গ এনেছেন। 'আল-কোরআন' শব্দটির একটি অর্থ হলো 'অধ্যয়ন'। পাঠের প্রতি উৎসাহ দিয়ে আল্লাহতাআলা কোরআনের আরেক জায়গায় বলেন, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?'

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।' -ইবনে মাজাহ

বই পড়ার গুরুত্ব বোঝাতে বিভিন্ন দেশের দার্শনিক মনীষীরা অনেক মূল্যবান উক্তি করেছেন। ওমর খৈয়াম বলেন, 'রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু একটি বই অনন্ত যৌবনা– যদি তেমন বই হয়।' ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'আমাকে মারতে চাইলে চাকু ছুরি কিংবা কোনো পিস্তলের প্রয়োজন নেই, বরং আমাকে বইয়ের জগৎ থেকে দূরে রাখো।' নর্মান মেলর বলেন, 'আমি চাই যে বই পড়া অবস্থায় যেন আমার মৃত্যু হয়।' টলস্টয় বলেন, 'জীবনে তিনটি জিনিস খুবই প্রয়োজন। তা হলো বই, বই এবং বই।'

কিন্তু বর্তমানে মানুষ বই তেমন একটা পড়তে চায় না। একটা সময় ছিল, উৎসবে উপহার হিসেবে বইয়ের কদর ছিল সবচেয়ে বেশি। মধ্যবিত্ত পরিবারে এক আলমারি বই ড্রয়িং রুমের শোভা বাড়াত। মা-বাবারাও কোনো উৎসবে তাদের সন্তানদের বই উপহার দিতেন। এতে ছোটবেলা থেকেই শিশুরা পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্য বই পড়তে আগ্রহী হয়ে উঠত। এখন আর তেমনটি চোখে পড়ে না। তার জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে বিভিন্ন মডেলের মোবাইল ফোন, আইপ্যাড, ল্যাপটপ, দামি খেলনাসহ অনেক কিছু। উন্নত বিশ্বে দেখা যায়; ট্রেন, বাস, রেলস্টেশনে যেখানেই সময় পাচ্ছে তারা বই পড়ছে। সেখানে বড় বড় শপিং মলে নানা রকম শোরুমের পাশাপাশি বইয়েরও মনকাড়া শোরুম থাকে।

শিশু-কিশোরদের পাঠাভ্যাস কমে যাওয়ার পেছনে আরেকটি কারণ হলো, পাঠ্যবইয়ের বাইরে কোনো বই আমাদের সন্তান কিংবা ছাত্রদের পড়তে দিতে চাই না। পড়াশোনার ক্ষতির কথা বলে তাদেরকে বই কেনা থেকে বিরত রাখা হয়। এ পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে এসে ছোটবেলা থেকেই তাদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন।

শেষ কথা হলো, পবিত্র কোরআনের প্রথম বাণী যেহেতু 'ইকরা' বা পড়ো– এ আদেশের প্রাথমিক পঠিতব্য বিষয় হলো আল কোরআন। অতএব কোরআনই হবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ও কেন্দ্রীয় পাঠ্যসূচি। তাই যে বই আমাদের আকিদা-বিশ্বাস নষ্ট করে, চরিত্র ধ্বংস করে, সে ধরনের বই পড়া উচিত নয়। বরং চরিত্র গঠনমূলক ও আলোকিত মানুষ গড়ার মতো বই-ই আমাদের পড়তে হবে।